# আল-কোরআনের পরিচয়

মতিউর রহমান নিজামী

# আল-কোরআনের পরিচয়

মতিউর রহমান নিজামী

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
মগবাজার, ঢাকা।

www.icsbook.info

# আল-কোরআনের পরিচয়

## মতিউর রহমান নিজামী


**প্রকাশনায়ঃ**

এ এম আমিনুল ইসলাম

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

মোবাইল: ০১৭১১ ১২৮৫৮৬, ০১৫৫২ ৩৫৪৫১৯

**প্রকাশকাল:**

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল-১৯৯৭ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ : অক্টোবর-২০০৩ইং

তৃতীয় প্রকাশ : সেপ্টম্বর-২০১২ইং

**বর্ণবিন্যাস ও ডিজাইন :**

প্রফেসর'স কম্পিউটার

আল ফালাহ্ ভবন



**গ্রন্থস্বত্ব :@ লেখক**



মুদ্রণে :

ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস

মগবাজার, ঢাকা।

ISBN : 984-31-1426-0

---

**মূল্য : ৩০.০০ টাকা মাত্র**

---

AL-QURANER PORICHOY BY MOTIUR RAHMAN NIZAMI PUBLISHED BY PROFESSOR'S PUBLICATIONS, BORO MOGH BAZAR, DHAKA-1217. PRICE TK. 30.00 ONLY.



www.icsbook.info

# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ১। | আল-কোরআনের পরিচয় | ৫ |
| ২। | কোরআনের কয়েকটি নামের অর্থ ও তাৎপর্য | ৮ |
| ৩। | কোরআনের আয়াতসমূহের প্রকৃতিগত শ্রেণীবিন্যাস | ১২ |
| ৪। | আল-কোরআনের কেন্দ্রীয় বক্তব্য বিষয় | ১৫ |
| ৫। | ঈমানিয়াত | ১৬ |
| ৬। | মৌলিক ইবাদতসমূহ | ১৯ |
| ৭। | আখলাকিয়াত | ২০ |
| ৮। | নিজামে হায়াত বা জীবন ব্যবস্থা | ২২ |
| ৯। | আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ | ২৮ |
| ১০। | নজুলের দৃষ্টিতে আল-কোরআনের আয়াতসমূহের শ্রেণীবিন্যাস | ৩১ |
| ১১। | কোরআনের ভাষা সবটাই আল্লাহ্‌র | ৩৩ |
| ১২। | আল-কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের সহজ উপায় | ৩৪ |
| ১৩। | কোরআন বুঝার উপকরণসমূহ | ৩৬ |
| ১৪। | আল-কোরআন থেকে হেদায়াত পারে কারা | ৩৯ |


www.icsbook.info

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# আল-কোরআনের পরিচয়

আল্লাহ্ এই বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং মালিক। আসমান-জমিন তথা সৃষ্টিলোক তিনি এককভাবে পরিচালনা করেছেন। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র থেকে শুরু করে বিশ্ব প্রকৃতির সর্বত্র যে এক সুনিয়ম সুশৃঙ্খল পরিবেশ বিদ্যমান এর মূল রহস্য এখানেই। সৃষ্টিজগতের সবকিছুই মহান স্রষ্টার নির্ধারিত বিধান মেনে চলেছে। সবকিছুই মহান আল্লাহর পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বভৌমত্বের ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে। মানুষ ছাড়া সৃষ্টিজগতের সবাই এমনকি ফেরেশতাগণও এভাবে সদা সর্বক্ষণ আল্লাহর হুকুম তথা নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করে চলতে বাধ্য। মানুষের দৈহিক অবয়বগুলো দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতিটি কোষও আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মের অধীন। ব্যতিক্রম হলেই অশান্তির কারণ দেখা দিয়ে থাকে।

আল্লাহর এই প্রাকৃতিক নিয়ম কার্যকর নয় কেবল মানব-সত্তার জন্য। গোটা সৃষ্টিলোকের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধান স্বয়ং আল্লাহ্ কার্যকর করছেন। সৃষ্টিজগতের ছোট বড় কোন সৃষ্টির পক্ষেই তা লঙ্ঘন করার সুযোগ নেই, অবকাশ নেই। কিন্তু মানব-সত্তার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা যে বিধান দিয়েছেন, সে বিধান মানা না মানার ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে। তাই মানব সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য খোদা প্রদত্ত সে বিধান মানুষের সমাজে কার্যকর করার দায়িত্বও মানুষের উপরই অর্পিত হয়েছে। এই স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতার অপব্যবহার না করে আল্লাহর বিধান মানা ও কার্যকর করার প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর খলিফার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়, প্রতিষ্ঠিত হয় সে আশরাফুল মাখলুকাতের সম্মানজনক আসনে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বাধীনতা স্বরূপ আমানতের খেয়ানত করে সে যদি তার মনগড়া বা তার মতই অন্য কোন মানুষের মনগড়া নিয়মনীতি আদর্শ বা মতবাদের অনুসরণ করে তাহলে সে স্বীয় কৃতকর্মের কারণে নিক্ষিপ্ত হয় ধ্বংসের অতল তলে। সৃষ্টির সেরা মানুষ নেমে যায় পশুত্বের কাতারে। এখানেই শেষ নয় সে নেমে যায় পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট স্তরে।



www.icsbook.info

এভাবে মানুষের অবস্থা বিচার করলে দেখা যায়, মাটির এ পৃথিবীতে মানুষ বড় অসহায়, বড় বিপজ্জনক অবস্থায় প্রেরিত হয়েছে। মানুষের স্রষ্টা তাকে বড় পরীক্ষায়, কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। কঠিন এই অবস্থা, এই কঠিন পরীক্ষা অতিক্রম করেই তো সে নিজকে এই দুনিয়ায় আল্লাহর খলিফারূপে প্রতিষ্ঠিত করবে। মহান আল্লাহ নিজেই মানুষের অসহায় অবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন মানুষের এ পৃথিবীতে পাঠাবার মুহূর্তে।

"যাও তোমরা পরস্পরে একে অপরের শত্রুরূপে, এই পৃথিবীতে তোমরা কিছুদিন বসবাস করবে, আর কিছু দ্রব্যসামগ্রীও ভোগ করবে।"

ছোট্ট এই কথা ক'টির মধ্যে সূক্ষ্ম অথচ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

১. মাটির এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনটা চিরস্থায়ী নয় বরং ক্ষণস্থায়ী, শুধু ক্ষণস্থায়ীও নয় এটা একটা অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা মাত্র। এরপর মহান স্রষ্টার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

২. এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষের ভোগ দখলে যা কিছু বিষয় সম্পদ থাকবে তাও ক্ষণস্থায়ী এবং নগণ্য মাত্র। আল্লাহর দেয়া স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তির অপব্যবহারের ফলে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার জন্ম নিবে, মানুষের ব্যক্তি-সমাজ জীবনের শান্তি বিনষ্ট হবে। প্রকৃতপক্ষে এটাই মানুষের জন্য চরম অসহায় অবস্থা।

মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করে চির শান্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করবার জন্য তার নিজস্ব পরিকল্পনার একটা ব্যবস্থা করেছেন। মানুষকে দুনিয়ায় পাঠাবার মুহূর্তে সেই ব্যবস্থার কথাও তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে :

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ - (البقرة:٣٨)

"অত:পর আমার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি হেদায়েত পৌছাবে, যারা সেই হেদায়েতের অনুসরণ করবে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, কারণ নেই দুশ্চিন্তারও।" (বাকারা : ৩৮)

মানুষকে অসহায় অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্য, আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করার বা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এই হেদায়েত আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন যুগে যুগে তার কিছু প্রিয় বান্দার মাধ্যমে, ইসলামের ইতিহাসে যারা


www.icsbook.info

নবী এবং রসূল নামে পরিচিত। আর উক্ত নবী-রসূলদের কাছে যে হেদায়েত এসেছে কিতাব বা সহিফা আকারে, নবী বা রসূলগণ আনীত সেই সব কিতাব বা সহিফাসমূহের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সমাজে আল্লাহ প্রদত্ত দীন বা বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি, কল্যাণ, ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা। আল্লাহর ভাষায়-

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ- (الحديد:٢٥)

"আমরা যুগে যুগে নবী এবং রসূল পাঠিয়েছি এবং নাজিল করেছি কিতাব ও মীযান, মানুষের সমাজে ইনসাফ কায়েমের জন্য।" (হাদীদ : ২৫)

এ উদ্দেশ্যে মানুষের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ নবী হলেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সা. এবং সর্বশেষ কিতাব হলো আল-কোরআন। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন যুগে নবী-রসূল ও কিতাব পাঠাবার যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন সর্বশেষ নবী এবং সর্বশেষ কিতাব তা থেকে ব্যতিক্রম বা বিচ্ছিন্ন কিছু নয় বরং যেহেতু এরপর আর কোন নবী আসবে না, আর কোন কিতাবও আসবে না, সুতরাং মানুষের সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, মুক্তি ও কল্যাণ তথা ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ব্যাপক হেদায়েত আল-কোরআনে থাকা আরো বেশি যুক্তিসঙ্গত। মহান আল্লাহর পবিত্র কিতাব সর্বশেষ গ্রন্থ আল-কোরআনের যথার্থ পরিচয় জানা আল্লাহর বান্দাদের পরিচিত করবার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। আল্লাহ আমাদের তাঁর কিতাবের যথার্থ পরিচয় জানার তৌফিক দিন, তৌফিক দিন উক্ত কিতাবের যথার্থ সমঝ বুঝ লাভ করে সে অনুযায়ী আমল করার।

সহজে উপলব্ধির জন্য আমরা বিষয়টিকে আটটি অংশে আলোচনা করব। প্রথম অংশে আল-কোরআনের কয়েকটি নামের অর্থ এবং তাৎপর্য। দ্বিতীয় অংশে কোরআনের আয়াতসমূহের শ্রেণী ও প্রকৃতি নিরূপণ এবং তৃতীয় অংশে কোরআনের আলোচ্য বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত সার, চতুর্থ অংশে নজুলের প্রেক্ষিতে আয়াত সমূহের শ্রেণীবিন্যাস, পঞ্চম অংশে আল-কোরআনের ভাব ভাষা প্রসঙ্গ, ষষ্ঠ অংশে আল-কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের উপায়, সপ্তম অংশে আল কোরআন বুঝার উপায়সমূহ, অষ্টম অংশে আল-কোরআন থেকে হেদায়েত পাবে কারা?

আল্লাহ আমাকে যথাসাধ্য সহজ-সরল ও সুস্পষ্টভাবে মনের ভাব প্রকাশের তৌফিক দিন-আমিন।


www.icsbook.info

## আল-কোরআনের কয়েকটি নামের অর্থ এবং তাৎপর্য

আমরা এই অধ্যায়ে আল-কোরআনের পাঁচটি নামের অর্থ এবং তাৎপর্য আলোচনা করব–

**এক. আল-কোরআন :** আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ কিতাব আল-কোরআন নামেই পরিচিত। এটাই এ কিতাবের মূল নাম। কোরআন "কারায়াত" থেকেই ফু'লানুনের ওজনে। এর অর্থ পড়া, পাঠ করা বা যা পড়া হয়, পাঠ করা হয়। আল-কোরআন এমন গ্রন্থ, এমন এক কিতাব যা অবশ্য অবশ্যই পাঠ করতে হবে, বার বার পাঠ করতে হবে। বেশি বেশি পাঠ করতে হবে বা করা উচিত। এর অর্থ এটাই করা যেতে পারে যে, কেবলমাত্র এই কিতাব পাঠ করেই মানুষ সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে, নাযাত বা মুক্তি পেতে পারে। আল-কোরআনের পয়লা ওহি 'ইকরা' শব্দটিও দু'বার উল্লেখিত ও উচ্চারিত হওয়া তাৎপর্যবহ।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَرَبُّكَ
الْاَكْرَمُ - الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ - (العلق :٥)

"পড় তোমার রবের নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে, পড় এবং তোমার রব বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ যা জানত না তাই তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।"

উক্ত আয়াত ক'টির আলোকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আল্লাহর নামে পড়তে হবে। বার বার পড়তে হবে আল্লাহর কিতাব। কারণ যাবতীয় জ্ঞানের উৎস এটাই। মানুষের জ্ঞান গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুই এই কোরআন। বাস্তবে "আল-কোরআনের" এই শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের যথার্থতার প্রমাণ বিদ্যমান। 'কোরআন" এই শব্দটি বিশ্বকোষের গ্রন্থে 'The most read book of the world' নামেই পরিচিত, অভিহিত। শুধু পড়ার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়-লাখ লাখ আল্লাহর বান্দা এ কোরআন মুখস্থ করেছে বা করেছে। এই মুখস্থ করতে গিয়ে কতবার যে পড়তে হচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কোরআনই একমাত্র গ্রন্থ যা বার বার পড়লেও বিরক্তি আসে না। বরং যত বেশি পড়া যায় তত বেশি মজা পাওয়া যায়।

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (الحجر : ٩)

"আমি এ কোরআন নাযিল করেছি, আমিই এর হেফাজত করব।" (হিজর : ৯)


www.icsbook.info

এই খোদায়ী উক্তি সম্ভবত খোদার ইশারায় এভাবে কার্যকর হচ্ছে। জ্ঞান গবেষণার দৃষ্টিতে বিচার করলেও দেখা যাবে সেই কোরআন নাজিলের মুহূর্ত থেকে এ পর্যন্ত প্রতিযুগে প্রতি শতাব্দীতেই কোরআনের ওপর জ্ঞান গবেষণা চলে আসছে, এখনও সেই গবেষণার কাজ অব্যাহত গতিতে চলছে, একই ধারায় এটা চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।

এভাবে মানুষের সমাজে শান্তি ও কল্যাণ, ন্যায় ইনসাফ কায়েম করতে হলে সমস্যাসংকুল পৃথিবীর মানুষকে সমস্যা মুক্ত করতে হলে, দিশেহারা মানবগোষ্ঠীকে পথের সন্ধান দিতে হলে, মানুষের জন্য যে বাস্তব জ্ঞানের অনুশীলন প্রয়োজন তা হতে হবে কেবল কোরআনকে অবলম্বন করেই।

**দুই. আল-ফোরকান :** আল্লাহর সর্বশেষ কিতাবের দ্বিতীয় যে নামটি প্রধান নামের পাশাপাশি পরিচিত তা হল আল-ফোরকান। এ নামে একটি সূরারও নামকরণ করা হয়েছে। কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে :

الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (البقرة: ١٨٥)

"এতে মানুষের জন্য চলার পথের নির্দেশিকা রয়েছে আরো রয়েছে সঠিক পথ নির্দেশিকার দলিল-প্রমাণ এবং ফোরকান" ফোরকান পার্থক্যকারী। কিসের পার্থক্যকারী? ফোরকান শব্দের স্বীকৃত অর্থ হল "হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী।" এই একই অর্থে কোরআনকে চূড়ান্ত, সুস্পষ্ট ও অকাট্য বক্তব্য নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য কিসে মঙ্গল আর কিসে অমঙ্গল নিহিত রয়েছে, মানুষের জন্য কোনটা বাস্তব সত্য আর কোনটা মিথ্যা, মানুষের জন্য কোনটা সুন্দর আর কোনটা অসুন্দর, কিসে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর কিসে সাফল্যমণ্ডিত হয়, মানবতার মুক্তি, শান্তি ও কল্যাণ কিসে আছে আর কিসে নাই এ সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্যই চূড়ান্ত সত্য। কোরআনের সিদ্ধান্তই শিরোধার্য ও অবধারিত। এভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি দিক ও বিভাগে গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে কোরআন আমাদের প্রকৃত মাপকাঠি। কোরআনের আলোকে প্রমাণিত হককে গ্রহণ এবং বাতিলকে বর্জন করাই এ কিতাবের প্রকৃত দাবি।

**তিন. আল-হুদা :** আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবের পরিচয় দিতে যে শব্দটি বেশি বেশি প্রয়োগ করেছেন সেটা হলো "আল-হুদা"। কোরআন সম্পর্কে সূরা বাকারার শুরুতেই বলা হয়েছে।


www.icsbook.info

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (البقرة : ٢)

"এই কোরআন আল্লাহর কিতাব এতে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই এটা মুত্তাকীদের জন্য পথের দিশারী ।" (বাকারা : ২)

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ (الفتح : ٢٨)

"আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি তাঁর রাসূল পাঠিয়েছেন হুদা এবং দীনে হক সহকারে ।"(ফাতহ ২৮)

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ (العمران : ١٣٨)

এই কিতাবে সব মানুষের জন্য ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে আর পথ নির্দেশ ও নসিহত রয়েছে মুত্তাকীদের জন্যে ।" (আল ইমরান : ২)

"'আল-হুদা' এই আরবি শব্দটির অর্থ পথের দিশা বা দিকনির্দেশিকা ।" কোরআন মানুষের জীবন পথের দিশারী । মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পরিচালিত হবে কোরআন থেকে পথের দিশা নিয়ে, দিকনির্দেশিকা নিয়ে । এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল এই কোরআনকে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের চলার পথের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করবে । আল্লাহর কিতাব কোরআন "আল-হুদা" । এই অর্থ মানুষের সামগ্রিক জীবনের জন্যে এটাই একমাত্র সত্য ও কল্যাণকর নীল-নকশা । এই নীল-নকশার ভিত্তিতে দীনে হক বা দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন নবী মুহাম্মদ সা. । সুতরাং আল-কোরআনের নীল-নকশার আলোকে জীবনকে গড়তে হলে কোরআনকে পড়তে হবে, বুঝতে হবে মুহাম্মদ সা. এর তেইশ বছরের সংগ্রামী জীবনের বাস্তব শিক্ষার আলোকে ।

কোরআন শুধু হুদা নয়, "আল-হুদা" । অর্থাৎ একমাত্র সঠিক পথ-নির্দেশ । জীবনের কোন একটি বা দুটি দিক বা বিভাগের জন্য নয় মানব জীবনের গোটা দিক ও বিভাগের সার্বিক বিধান ও সামগ্রিক পথ-নির্দেশ । কোরআন পথের দিশারী জীবিত মানুষের জন্য । জীতিব অবস্থায় কোরআনের পথ-নির্দেশ অনুসরণ করে যারা আখেরাতের জিন্দেগীতে মুক্তি ও নাজাতের ব্যাপারে সচেষ্ট, কোরআন কেবল তাদের জন্যেই ওছিলা বা অবলম্বন হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে । দুনিয়ার বেঁচে থাকতে যারা কোরআনকে জানল না, মানল না, কোরআনের পথ-নির্দেশের পরোয়া করল না, কোরআনও তাদেরকে কিছু দিতে পারে না । তারাও কোরআন থেকে কোন কিছু পাওয়ার আশা করতে পারে না ।


www.icsbook.info

**চার. আজ-জিক্র:** কোরআনকে আল্লাহ্ তায়ালা জিকর নামে অভিহিত করে বলেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر :٩)

"া তোমার উপর 'আজ-জিক্র অর্থাৎ কোরআন নাজিল করেছি। আর আমরা অবশ্যই এর হেফাজত করবো।" (হিজর : ৯)

কোরআনকে যেমন আজ-জিক্র নামে অভিহিত করা হয়েছে, তেমনি কোরআনকে জিকিরের জন্যে সহজ করার কথাও আল্লাহ্ তায়ালা ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ বলেন-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (القمر : ١٧)

"আমরা কোরআনকে হেদায়েত লাভ বা নসিহত লাভের জন্যে সহজ করেছি। আছে কি কোন নছিহত গ্রহণকারী?" (আল-কামার : ১৭)

এই জিক্র শব্দটির অর্থ মনে মনে স্মরণ করা, ভুলে যাওয়া জিনিস স্মরণ হওয়া, স্মরণ করা বা করানো। আবার বর্ণনা করার অর্থেও হয়। কোরআন জিক্র অর্থাৎ স্মারক। কিসের স্মারক? মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার স্মারক। মানুষকে তার ভুলে যাওয়া আত্ম-পরিচয় ও মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার স্মারক। প্রকৃতপক্ষে মানুষ এই দুনিয়ায় কেন এসেছে, কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে, কী তার জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, কোনটা তার আসল ঠিকানা, কী হবে তার পরিণাম-পরিণতি, ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে মানুষকে অবগত ও ওয়াকেফহাল করে যে গ্রন্থ, তার নাম আল-কোরআন। এই অর্থেই তার আর এক নাম আজ-জিক্র। মানুষের প্রকৃত পরিচয় জানার আর কোন মাধ্যম নেই এই কোরআন ছাড়া, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা জানার আর কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র নেই কোরআন ছাড়া, মানুষের আসল ঠিকানা এবং শেষ পরিণাম ও পরিণতি সম্পর্কে জানার আর কোন সুযোগ নেই এই কোরআন ছাড়া, মানুষের স্রষ্টা আল্লাহর পরিচয়, তাঁর সাথে মানুষের সঠিক সম্পর্ক, তিনি কিসে সন্তুষ্ট হন আর কিসে অসন্তুষ্ট হন, তাও জানার একমাত্র উপায় এই কোরআন। তাই কোরআন শুধু জিক্র নয়। আজ-জিক্র।

**পাঁচ. কিতাবুম মুবিন :** আল্লাহ তায়ালা তার কোরআনকে কিতাব, আল কিতাব, কিতাবুম মুবিন ও আল কিতাবুল মুবিন প্রভৃতি নামেও অভিহিত করেছেন। আল কিতাবুল মুবিনটা বেশি তাৎপর্যবহ। আরবি ভাষায় কিতাব অর্থ কেবল বই পুস্তকই নয়। চিঠি পত্রকেও বুঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং কিতাবের অর্থ যদি চিঠি



www.icsbook.info

হয় তাহলে আল কিতাবুল মুবিন এর অর্থ দাঁড়ায় বিশেষ একটি খোলা চিঠি। যে খোলা চিঠি এসেছে স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের প্রতি। সাধারণত কারো প্রতি কোন খোলা চিঠি দেয়া অর্থ তার কাছে কিছু দাবি দাওয়া আছে। এই দাবি-দাওয়া যথাসময়ে যথাবিহিত পূরণ না করলে ফলাফল খারাপ হতে পারে, এমন পরোক্ষ নয় বরং প্রত্যক্ষ হুমকিও থাকে।

আল্লাহ আমাদের রব, আমরা তাঁর খলিফা, তিনি আমাদের মুনিব, আমরা তাঁর দাস বা গোলাম। আল্লাহ তাঁর দাস, গোলাম বা খলিফার দায়িত্ব-কর্তব্য এবং করণীয় কাজের বর্ণনা দিয়ে কোরআন রূপে এই খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন আমাদের প্রতি। যাতে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করলে তাকে বা তাদেরকে পুরস্কৃত করবার ঘোষণা আছে, তেমনি এ দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলা করলে দুনিয়ার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং আখেরাতে কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তির হুমকি রয়েছে অত্যন্ত কঠোর ও স্পষ্ট ভাষায়। আল্লাহ তায়ালার কোরআন রূপ এই খোলা চিঠি দাবি করে, এর কোথায় আল্লাহ তাঁর বান্দার কাছে কি দাবি করেছেন, তার কাছে কি চেয়েছেন, নিষ্ঠার সাথে তা জানতে এবং বুঝতে চেষ্টা করা এবং এর অন্তর্নিহিত দাবি পূরণে আপ্রাণ চেষ্টা সাধনা করা। তারা সত্যিই হতভাগা এবং নির্বোধ যারা আল্লাহকে মানে বলে দাবি করে, তাঁর কিতাবের প্রতি অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধাও পোষণ করে অথচ জানতে বুঝতে চেষ্টা করে না তাদের মহান মালিক এতে কি বলেছেন, কি চেয়েছেন।

## কোরআনের আয়াতসমূহের প্রকৃতিগত শ্রেণীবিন্যাস

আল-কোরআনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও অনুসরণীয় শিক্ষক নবী সা. যিনি (জীবন্ত কোরআনও বটে) আল কোরআনের আয়াতসমূহকে প্রকৃতিগত দিক থেকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন এবং কোনটার কি দাবি তাও বলে দিয়েছেন। কোরআন পাঠকালে, কোরআন নিয়ে জ্ঞানগবেষণা-কালে এই শ্রেণীবিন্যাসকে সামনে রাখলে যথেষ্ট ফায়দা পাওয়া যেতে পারে।

কোরআনের আয়াতসমূহ পাঁচ রকমে নাজিল করা হয়েছে। হালাল, হারাম, মুহকাম, মুতাশাবেহ ও আমসাল। সুতরাং হালালকে হালাল জানবে, হারামকে হারাম জানবে, মুহকাম অর্থাৎ কোরআনে বর্ণিত আকিদা, বিশ্বাস ও আইন-কানুন অনুযায়ী আমল করবে। আর মুতাশাবেহ অর্থাৎ যেসব আয়াতে কিয়ামত আখেরাতের বর্ণনা এসেছে, বেহেশত, দোজখ, আরশ, কুরসী প্রভৃতির বর্ণনা


www.icsbook.info

এসেছে, সেগুলোর প্রতি ঈমান আনবে- এ নিয়ে বাক-বিতণ্ডায় যাবে না। এবং আমসাল অর্থাৎ বিভিন্ন জাতির ধ্বংসের দৃষ্টান্তমূলক বর্ণনা থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

**হালাল :** আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের জন্যে যেসব কাজকে বৈধ করেছেন, যে সমস্ত সামগ্রী গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন বা যেসব জিনিস নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেননি, সেই সবই এই পর্যায়ে পড়ে।

এগুলো সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা-مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর।' আল্লাহ্ আমাদের জন্য যা কিছু হালাল বা বৈধ করেছেন তা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ কারণবশত আল্লাহর রাসূল সা. মধু না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ সে সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা কেন হারাম করে নিচ্ছ? এক ধরনের দরবেশগণ সৌন্দর্যকে হারাম মনে করে নোংরা সাজে চলাফেরা পছন্দ করে, তাদের এ বাড়াবাড়িকে অন্যায় সাব্যস্ত করে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ 'বল, হে মুহাম্মদ আল্লাহর সৃষ্টি করা সৌন্দর্যকে কে হারাম করল?'

**হারাম :** হালালের পাশাপাশি হারাম বা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কিছু জিনিসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, কুরআন পাঠের দাবি হল, মানুষ ঐ সব নিষিদ্ধ জিনিস বর্জন করে চলবে, আল্লাহ্ নিজেও তাই বলেছেন, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল যে জিনিস গ্রহণ করতে বারণ করেন তোমরা সেগুলো থেকে বিরত থাকবে।'

**মুহ্কাম :** প্রকৃতপক্ষে মুতাশাবেহ আয়াতগুলো বাদে আল-কোরআনের সবগুলি আয়াতই মুহ্কামের পর্যায়ে পড়ে। আল-কোরআন এগুলিকেই কিতাবের মূল বিষয়বস্তু বা উম্মুল কিতাব নামে আখ্যায়িত করেছে। হালাল-হারামের আলোচনার পাশাপাশি ঈমান আকিদা তথা তৌহিদ ও রেসালাতের বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে গিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা আফাক ও আনফুস বা সৃষ্টিলোক থেকে এবং মানুষের জীবন থেকে যেসব উদাহরণ ও যুক্তি পেশ করেছেন তা অতি সহজ ও অতিশয় মজবুত এবং সুস্পষ্ট। এ সবই মুহ্কামের অন্তর্ভুক্ত।

**মুতাশাবেহা :** এমন সব আয়াতকে বলা হয় যেগুলোর মর্ম উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। আল্লাহর জাতকে মানুষ কিভাবে আয়ত্তে আনবে। বেহেশ্ত, দোজখ, আরশ-কুরসীর রহস্য মানুষ বস্তুজগতের আয়নায় কিভাবে


www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

"রাসূল এবং তাঁর সাথের ঈমানদার লোকেরা আল্লাহর নাজিলকৃত হেদায়েতের প্রতি ঈমান এনেছে, তারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি, নবী-রসূলগণের প্রতি, (তাদের ঘোষণা) কোন নবী ও রসূলদের মধ্যে আমরা কোন প্রকারের পার্থক্য বা তারতম্য সৃষ্টি করি না।" (বাকারা : ২৮৫)

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ (البقرة : ١٧٧)

"নেককাজ কেবলমাত্র পূর্বে ও পশ্চিমে মুখ ফিরানো নয় বরং সত্যিকারের নেককার তারা যারা আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে।" (বাকারা- ১৭৭)

কেবলমাত্র বিশ্বাসের আহ্বান জানিয়েই কোরআন শেষ করেনি, এই ঈমানের ঘোষণা যারা দেয় তাদের যথার্থ পরিচয়ও তুলে ধরেছে। যার আলোকে আমরা ঈমানের দাবি এবং তাৎপর্যও উপলব্ধি করতে পারি। বলা হয়েছে–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا (الحجرات : ١٥)

"মুমিন তো প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ এবং রসূলের প্রতি ঈমান আনে। অত:পর আর কোন সন্দেহ সংশয় পোষণ করে না।" (হুজুরাত : ১৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا . (حم السجدة : ٣٠)

"যারা ঘোষণা করেছে 'আল্লাহ আমাদের রব' অত:পর এই ঘোষণার উপর আমল করেছে দৃঢ় অবিচলভাবে।" (হা-মীম সিজদা : ৩০)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ . (الانفال : ٢)

"মুমিন তো প্রকৃতপক্ষে তারাই, আল্লাহর কথা উচ্চারিত হলে যারা ভীত কম্পিত হয়ে উঠে।" (আনফাল : ২)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ . (البقرة : ١٦٥)

"যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ভালবাসে।" (বাকারা: ১৬৫)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (النساء : ٦٥)


www.icsbook.info

"কক্ষনো নয় হে নবী। তোমার রবের শপথ তারা কখনও ঈমানদার বলে পরিগণিত হবে না যদি তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মেনে না নেয়। অত:পর তুমি যা কিছু ফয়সালা করে দিবে তা গ্রহণ করতে মনে কোন দ্বিধা-সংকোচ থাকবে না বরং মাথা পেতে নেবে।" (নিসা : ৬৫)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ (التوبة : ١١١)

"আল্লাহ মুমিনদের জান এবং মাল খরিদ করে নিয়েছেন বেহেশ্‌তের বিনিময়ে- তারা লড়াই করবে আল্লাহর পথে অত:পর (ঐ পথেই) মারবে এবং মরবে।" (তাওবা : ১১১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ - تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (الصف : ١٠-١١)

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের কি এমন একটি ব্যবসায়ের কথা বলে দেব না যে ব্যবসা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? ঈমান আনো আল্লাহ এবং রসূলের প্রতি আর সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে মাল দিয়ে ও জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা প্রকৃত সত্য জানতে পার।" (সফ : ১০-১১)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا . (النور : ٥١)

"মুমিনকে যখন আল্লাহ ও রসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের পরস্পরের মধ্যকার কোন ব্যাপারে ফয়সালা দেবার জন্যে, তখন তারা উত্তরে এছাড়া আর কিছুই বলে না আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম।" (নূর : ৫১)

অনুরূপভাবে অগণিত আয়াত রয়েছে যাতে ঈমানের অর্থ ও গুরুত্ব এবং ঈমানদার ব্যক্তিদের যথার্থ পরিচয় দেয়া হয়েছে। এসব আয়াতের বর্ণনা এতই স্পষ্ট যে, কোন প্রকারের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের তেমন প্রয়োজন হয় না। আল-কোরআনে ঈমানের আলোচনা সর্বাধিক গুরুত্ব এবং প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ আল-কোরআনের গোটা শিক্ষা, গোটা হেদায়াত ও অনুশাসনের কার্যকারিতা এর


www.icsbook.info

উপরই নির্ভরশীল। তাই আমরা যারা কোরআনের পাঠক তাদেরকে সার্থকভাবে কোরআনকে আঁকড়ে ধরার জন্য, কোরআন থেকে হেদায়াত লাভের এই পূর্ব শর্ত পূরণ করতে হবে অর্থাৎ কোরআনের বর্ণনার আলোকে আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, কিতাব ও রিসালাতের প্রতি যথার্থ অর্থে ঈমান আনতে হবে।

## মৌলিক ইবাদতসমূহ

কোরআন মানুষের সামগ্রিক জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকেই আল্লাহর গোলামী ও দাসত্বের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চায়। এজন্য কোরআনের অনুসারীদের সামনে সার্বক্ষণিক ইবাদতের একটা সার্বিক ব্যবস্থাই তুলে ধরা হয়েছে। এই সার্বক্ষণিক ইবাদতের যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভের জন্যে কোরআন কিছু আনুষ্ঠানিক এবং মৌলিক ইবাদতের নির্দেশ ও বিধান দিয়েছে যেমন, (১) সালাত (২) যাকাত (৩) রোজা এবং (৪) হজ্জ। রোজা এবং হজ্জের নির্দেশ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ অবশ্য বার বার উল্লেখ হয়নি। কিন্তু সালাত কায়েম কর আর যাকাত আদায় কর এ মর্মে প্রচুর আয়াতের উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌলিক ইবাদতের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়-আল্লাহর নবী এসব মৌলিক ইবাদতসমূহ পালনের বাস্তব দীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এর বাইরের কোন প্রক্রিয়াকে ইবাদত হিসাবে তিনি নিজেও চাপিয়ে যাননি। এ থেকে আমরা একটা সূক্ষ্ম বিষয় উপলব্ধি করতে পারি। তা হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক ইবাদতের প্রস্তুতির লক্ষ্যেই হোক আর আল্লাহর নৈকট্য লাভের লক্ষ্যেই হোক আল-কোরআনে বর্ণিত ঐ চারটি প্রক্রিয়ার বাইরে আমরা যেতে পারি না। যাবার অনুমতি নেই। আল্লাহর নৈকট্য লাভের সার্বক্ষণিক ইবাদতের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য উল্লিখিত চারটি প্রক্রিয়াই নির্ভুল প্রক্রিয়া এবং নির্ভুল ইবাদত।

আমরা ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাজের উপরে নফল নামাজ অসংখ্য আদায় করতে পারি, ফরজ যাকাতের পরিবর্তে আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর গরিব বান্দাদের জন্য যত ইচ্ছা খরচ করতে পারি। ফরজ রোজার পর আমরা নফল রোজাও বেশি রাখতে পারি। হজ্জের নিয়মে হজ্জের মৌসুম ছাড়া ওমরা করতে পারি কিন্তু এগুলোর বাইরে নিজদের বা অন্য কোন মানুষের মনগড়া প্রক্রিয়া অনুযায়ী আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে পারি না। অন্য কারো কাছে ধর্না দেয়া সালাতের বিকল্প হতে পারে না। কোথাও কারো নামে শিন্নি দেয়া যাকাত বা আল্লাহর ওয়াস্তে ছদকার বিকল্প হতে পারে না। অন্য রকমের রেয়াজ ও আত্মসংযমের জন্য রোজার বিকল্প হতে পারে না। অনরূপভাবে অন্য কোন দেশ


www.icsbook.info

ভ্রমন,ওরশে যোগদান, কোন ইজতেমায় যোগদান হজ্জের বিকল্প হতে পারে না। আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র নির্ভুল প্রক্রিয়া আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল সা. প্রদর্শিত প্রক্রিয়ার। কোরআনে বর্ণিত ইবাদতসমূহের আয়াতগুলো আলোচনার মাধ্যমে আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে অবশ্যই উপনীত হতে হবে। ইবাদত সংক্রান্ত আয়াতসমূহের সার কথা প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হলো :

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ . (البينة : ٥)

"'তাদের প্রতি কেবল এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর জন্য দীনকে খালেছ করে নিয়ে একমাত্র তাঁরই বন্দেগী করে।" (আল বাইয়্যেনা : ৫)

## আখলাকিয়াত

কোরআন মানুষকে সর্বোত্তম আখলাক শিক্ষা দিয়েছে। আল্লাহ যার মাধ্যমে আমাদেরকে কোরআন দিয়েছেন তিনি সর্বোত্তম আখলাকের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। কোরআনের ঘোষণা 'তুমি সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।' উত্তম চরিত্রের শ্রেষ্ঠ নমুনা ওসওয়ায়ে হাসানার অধিকারী নবী মুহাম্মদ সা. এর সাথীদের মধ্যে কোরআনের আলোকে এবং নবীর বাস্তব প্রশিক্ষণের ফলে বিকশিত হয়েছে অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমরাও কোরআন পাঠ ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনুরূপ চরিত্রের অধিকারী হতে পারি। এই উত্তম চরিত্রের বর্ণনা আল-কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে স্থান পেয়েছে। আমরা কেবল উপলব্ধির উদ্দেশ্যে দু'একটি অংশের উল্লেখ করছি। রহমানের খাঁটি বান্দা তারাই যারা মাটির এ পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে। মূর্খ লোকেরা বিব্রত করতে চাইলে তারা কৌশলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাশ কাটিয়ে যায়। যারা তাদের রবের দরবারে দাঁড়িয়ে এবং সেজদায় রাত কাটায়। যারা এই বলে দোয়া করে :

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا - إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا . (الفرقان : ٦٥-٦٦)

"হে আমাদের রব, জাহান্নামের আজাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো, সেই আজাব তো হলো জানের কাল। আর সেই জাহান্নাম তো অত্যন্ত নিকৃষ্টতম বাসস্থান।" (ফুরকান : ৬৫-৬৬)



www.icsbook.info

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا - وَالَّذِيْنَ لَا
يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ
وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا - يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا - اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ
يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ
الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا - وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا
عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا (الفرقان: ٦٧-٧٣)

"তারা অর্থ ব্যয়ের সময় অপচয় করে না। আবার কৃপণতাও করে না। বরং এ দুয়ের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে। তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মাবুদ হিসাবে ডাকে না। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না। ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। যারা এসব কাজ করবে তাদেরকে এর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে উপর্যুপরি শাস্তি দেয়া হবে। আর সে শাস্তির মাঝেই তাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে নিমজ্জিত থাকতে হবে। কিন্তু যারা তওবা করবে এবং পুনরায় ঈমান এনে আমলে ছালেহ করতে শুরু করবে এমন লোকদের খারাপ কাজকে আল্লাহ তায়ালা ভাল কাজ দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ মেহেরবান এবং ক্ষমাশীল। তওবার পর যারা নেক আমলের প্রয়াস পায় তারাই সত্যিকার অর্থে তওবা করে থাকে।

"রহমানের বান্দার আরো পরিচয় তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। কোন বেহুদা ব্যাপার সামনে এলে তারা ভদ্রোচিতভাবে তা এড়িয়ে যায়। তাদেরকে যদি আল্লাহর কোন আয়াত শুনিয়ে নছিহত করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তারা অন্ধ অথবা বধিরের ন্যায় আচরণ করে না।" (ফুরকান : ৬৭-৭৩)

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا (الفرقان: ٧٤)


www.icsbook.info

"হে আমাদের রব আমাদের বিবি ও সন্তানদেরকে চক্ষু শীতলকারী বানাও আর আমাদেরকে খোদাভীরু লোকদের অগ্রণী বানাও।" (ফুরকান : ৭৪)

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (ال عمران : ١٣٤)

"যারা সচ্ছল অসচ্ছল সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে মাল খরচ করে যারা ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্যদের অপরাধ ক্ষমা করে। মুহসেন বা নেক লোকদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।" (আলে-ইমরান : ১৩৪)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ (المؤمنون : ١-٣)

"ঐসব ঈমানদার লোকেরা অবশ্যই সফলকাম হয়েছে। যারা নামাজে বিনয়ী হয়ে থাকে। বেহুদা কার্যক্রম থেকে দূরে থাকে।" (মুমিনূন : ১-৩)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ (لقمان : ١٨)

"লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কথা বলো না, এ পৃথিবীতে গর্ব অহংকারের প্রকাশ ঘটিয়ে চলাফেরা করো না। আল্লাহ আত্মম্ভরী ও অংহকারী ব্যক্তিদের পছন্দ করেন না।" (লোকমান : ১৮)

## নিজামে হায়াত বা জীবন ব্যবস্থা

মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক বা বিভাগের জন্যে আল্লাহর মনোনীত নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে কোরআনে। পিতা-মাতা ছেলেমেয়েদের প্রতি কি কি দায়িত্ব পালন করবে, ছেলেমেয়েরা মা-বাপের প্রতি কি আচরণ করবে, নারী-পুরুষের মধ্যে কোন নিয়মে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কি কি দায়িত্ব থাকবে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কি কি দায়িত্ব থাকবে, ব্যবসা-বাণিজ্য, রুজী-রোজগার কিভাবে করবে, বিচার ফয়সালা তথা শাসন সংবিধান কিভাবে চলবে– বলতে গেলে ঈমানের পর এটাই কোরআনের


www.icsbook.info

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আইন মানতে হবে এবং সে আইন-বিধি কি এ জন্যই তো কোরআন। ঈমান ছাড়া সে বিধান মানা যায় না। আবার এ বিধান না মেনে ঈমানদারও থাকা যায় না। মাঝখানের আনুষ্ঠানিক ইবাদত এবং উত্তম আখলাক তো এই সার্বক্ষণিক ইবাদতের জন্যে জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে দীন মেনে চলার ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যই। এই পর্যায়ে আয়াতগুলো পরিমাণে এত ব্যাপক এবং বিভিন্নমুখী হবার কারণে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে বিস্তারিত উদাহরণ দেয়া সম্ভব নয়। সংক্ষেপে জীবন ব্যবস্থার মৌলিক নির্দেশনা সূচক কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা হল।

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (النساء: ١٠٥)

"হে নবী! আমরা এ কিতাব তোমার প্রতি বাস্তব সত্যসহ নাজিল করেছি। যাতে করে আল্লাহ তোমাকে যে পথ দেখিয়েছে সে অনুসারে তুমি মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করতে পার। আর তুমি যেন খেয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী না হও।" (নিসা : ১০৫)

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ . (المائدة: ٤٩)

"অতএব হে মুহাম্মদ (দ.)! এই সব লোকদের মাঝে আল্লাহর নাজিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করো, তাদের নফসের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না।" (মায়েদা : ৪৯ এর অংশ বিশেষ)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

(النساء: ٥٨)

"আল্লাহ তোমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যাবতীয় আমানত যথোপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট সোপর্দ কর। আর মানুষের মাঝে যখন কোন বিচার ফয়সালা করবে তখন তা পরিপূর্ণ ইনসাফের সাথেই করবে। আল্লাহ তোমাকে কতই না সুন্দর উপদেশ দান করছেন, আল্লাহ অবশ্যই সব সময় সবকিছু শুনেন ও দেখেন।" (নিসা : ৫৮)


www.icsbook.info

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا
(النساء :١٣٥)

"হে ঈমানদারগণ তোমরা ইনসাফের ধারক-বাহক হয়ে যাও। আর সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাও আল্লাহর জন্য। সেই ইনসাফ ও সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজদের বা মা-বাবা বা নিকট আত্মীয়ের উপরই পড়ুক না কেন, আর পক্ষদ্বয় ধনী-গরীব যাই হোক না কেন, তাদের সবার তুলনায় আল্লাহর অধিকারই বেশি, তোমরা তার দিকেই লক্ষ্য রাখবে, অতএব প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে ন্যায়বিচার থেকে বিরত থেকো না। তোমরা যদি মন গড়া কথা বলো, অথবা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রাখবে, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কারবার সম্পর্কে অবহিত আছেন।" (নিসা : ১৩৫)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا
اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ
اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۗ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا
تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا
فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (البقرة: ٢٨٢)


www.icsbook.info

"হে ঈমানদারগণ, যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তোমরা পরস্পর ঋণ লেনদেন কর, তবে তা অবশ্যই লিখে নেবে। একজন উভয় পক্ষের প্রতি সুবিচারসহ দলিল লিখে দেবে। আল্লাহ পাক এরূপ লেখার যোগ্যতা দিয়েছেন সে যেন লিখতে অস্বীকার না করে। যে ব্যক্তি লিখবে আর যার উপর ঋণের দায়িত্ব অর্পিত হচ্ছে সে উক্ত বিষয়টি লিখিয়ে নেবার ব্যবস্থা করবে। সে যেন তার প্রভু আল্লাহকে ভয় করে, আর যেসব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে তাকে কোন কম-বেশি না করে। কিন্তু যদি ঋণ গ্রহীতা অজ্ঞ, নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয় এবং উক্ত দলিল লিখিয়ে নিতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার অভিভাবক ইনসাফসহ লিখিয়ে নিবে। অতঃপর দুইজন পুরুষকে এর সাক্ষ্য বানিয়ে নাও। যদি দুইজন পুরুষ পাওয়া না যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী হবে। যেন একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত যাদের সাক্ষ্য তোমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। যখন কাউকে সাক্ষী হতে বলা হবে তখন তারা যেন সাক্ষ্য হতে অস্বীকার না করে। ব্যাপার ছোট হোক আর বড় হোক 'মেয়াদ' নির্ধারণ করে তার লিখিত দলিল তৈরি করাকে উপেক্ষা করো না। আল্লাহর নিকট এই পদ্ধতি অধিকতর সুবিচারমূলক। এর মাধ্যমে সাক্ষী প্রমাণ হাজির করা খুবই সহজ হয়ে থাকে। এবং তোমাদের সন্দেহ সংশয়ে লিপ্ত হবার আশংকা থাকে না বললেই চলে। অবশ্য যেসব ব্যবসায়ীকে লেন-দেন তোমরা নগদা নগদী বা হাতে হাতেই করে থাক, তা না লেখায় কোন দোষ নাই। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার ঠিক করার সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখার ব্যবস্থা করবে। লেখক ও সাক্ষীকে যেন কষ্ট দেয়া না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এরূপ করলে তা অবশ্যই অন্যায় হবে। আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার চেষ্টা কর। তিনি তোমাদেরকে সঠিক কর্মনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন। আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই সবকিছু জানেন।" (বাকারা : ২৮২)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: ٩٠)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ইনসাফ ও ইহসান করতে এবং নিকট আত্মীয়দেরকে অর্থ দান করতে আদেশ দিয়েছেন। আর ফাহেশায় মুনকার এবং জুলুম ও সীমা লংঘনমূলক কাজ করতে নিষেধ করেছেন। (নাহল : ৯০)



www.icsbook.info

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ
اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا
تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ
اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ - وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا
بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ
اللّٰهِ اَوْفُوْا ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا
فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (الانعام: ١٥١-١٥٣)

"হে মুহাম্মদ সা. এইসব লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলে দাও তোমরা আস। আমি তোমাদেরকে শুনাই তোমাদের মুনীব তোমাদের উপর কি কি বিধি -নিষেধ আরোপ করেছেন। তা হলো, তোমরা তার মাঝে কাউকে শরীক করবে না।" পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকেও রিজিক দেই এবং তাদেরকেও রিজিক দেই। অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনার কাছেও যাবে না। তা প্রকাশ্যই হোক আর গোপনীয়ই হোক না কেন। সত্য ও ন্যায়বিচারের দাবি ছাড়া কারো প্রাণনাশ করবে না যাকে আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। এই সব ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে এজন্যই নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমরা বুঝে-শুনে কাজ করবে।

তোমরা ইয়াতিমদের মালের ধারে কাছেও যাবে না, উত্তম নিয়ম ও পন্থা ছাড়া। সেই নিয়মের অধীন ততদিন তাদের মাল দেখাশুনা করতে পারবে যতদিন না তারা জ্ঞানবুদ্ধির বয়সে পৌছায়। আর মাপে ও ওজনে পরিপূর্ণ রূপে ইনসাফ করবে। আমরা সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা কারও উপর চাপাই না। আর যখন কথা বলবে, ইনসাফের কথা বলবে, তা নিজের নিকট আত্মীয়ের ব্যাপারেই হোকনা কেন। আর আল্লাহর সাথে করা ওয়াদা অবশ্যই পূরণ করবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এজন্য নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা তোমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করতে পার।


www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

অবশ্য ঐসব বিশেষ বিশেষ পটভূমি আলোচনা কোরআনের বিভিন্ন অংশের বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে আমাদেরকে সাহায্য করে থাকে। এক্ষেত্রেও পরিস্থিতি মুখ্য নয়– রাসূল সা. কোন আয়াতে কি অর্থ করলেন, কিভাবে তার বাস্তবায়ন করলেন সেটাই মুখ্য এবং সেটাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যার সূত্র বা অবলম্বন।

## কোরআনের ভাষা সবটাই আল্লাহর

আল-কোরআন কোন মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়। এমনকি ভাব আল্লাহর, ভাষা রাসূলের তাও নয়। এ কোরআন সরাসরি আল্লাহর কিতাব এর ভাব-ভাষা সবটাই আল্লাহর, আল্লাহ নিজে এ কিতাব তাঁর শেষ নবীর উপর নাজিল করেছেন এবং তিনিই এ কিতাবকে সকল প্রকারের বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছেন। দুনিয়া জাহান সৃষ্টির অনেক অনেক পূর্বেই 'লাওহে মাহফুজে' এর নকশা ছিল বিদ্যমান।

মুহাম্মদ সা.-এর দাওয়াতকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা কোরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে গ্রহণ করতে চায়নি। তারা একে মুহাম্মদ সা. এর নিজস্ব রচনা ও কার্য হিসেবে অভিহিত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। এর ভাব-ভাষা সবটাই আল্লাহর। তিনি এটা নাজিল করেছেন্। মুহাম্মদ সা. কে তিনি কবিতা শিক্ষা দেননি। এটাকে রাসূলের রচিত কাব্য বলে যারা চালাবার চেষ্টা করেছেন তাদের উত্তর দেয়া হয়েছে সূরা "আশ শোয়ারার" মাধ্যমে এবং আরো বিভিন্ন স্থানে। বলা হয়েছে :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (البقرة : ٢٣-٢٤)

"এই কিতাব আল্লাহর নাজিলকৃত, এই ব্যাপারে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থেকেই থাকে তাহলে তোমরা অনুরূপ একটা সূরা তৈরি করে দেখাও। এজন্য তোমাদের সাহায্যকারী হিসেবে যাদেরকে পাও সাথে লও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। আর তোমরা পার নাই এবং কক্ষণও পারবে না। তাহলে ভয় করো সেই আগুনকে যে আগুনের ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।" (বাকারা : ২৩-২৪)

আরো বলা হয়েছে–



www.icsbook.info

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا (النساء: ٨٢)

"যদি এ কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে না হত তাহলে তারা এতে অসংখ্য মতভেদ ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দেখতে পেত।" (সূরা নিসা : ৮২)

"যুক্তি, বিবেক-বুদ্ধি এবং কোরআনের হিকমতপূর্ণ বক্তব্য সাক্ষ্য দেয়– এটা কোন মানুষের রচনা হতে পারে না। কোরআন মুহাম্মদ সা.-এর নিজস্ব সৃষ্টি তো নয়ই বরং হিকমতপূর্ণ কোরআনই মুহাম্মদ সা.-এর নবুয়াতের প্রধানতম সাক্ষী। কোরআনের প্রতি ঈমান পোষণকারীর মনে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

## আল-কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের সহজ উপায়

আল-কোরআনের পন্ডিত হওয়া আর এ থেকে হেদায়েত লাভ করা এক জিনিস নয়। একদিকে পান্ডিত্য অর্জন যেমন কঠিন কাজ তেমনি ব্যাপক জ্ঞান গবেষণা দাবি করে প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনার। কিন্তু এত চেষ্টা সাধনা করে পান্ডিত্য অর্জিত হওয়ার পরও কোরআনের মূল হেদায়েত লাভ করা সম্ভব নাও হতে পারে। এ দৃষ্টিতে পান্ডিত্য অর্জনের এই দুঃসাধ্য এবং কঠিন কাজটির চেয়েও হেদায়েত লাভ করা, হেদায়েত লাভে সক্ষম হওয়া কঠিনতর কাজ। পক্ষান্তরে একজন মানুষ পান্ডিত্য অর্জনের মতো অত কঠিন জ্ঞান গবেষণা ছাড়াও আল্লাহর সাহায্যে হেদায়েত লাভ করতে পারে। সেই দৃষ্টিতে হেদায়েত লাভ করাটা আবার পান্ডিত্য অর্জনের চেয়ে সহজ ব্যাপার হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত ও কোরআন প্রভৃতির প্রতি যারা ঈমান পোষণ করে তাদের তো কোরআন থেকে হেদায়েতই একমাত্র কাম্য। তাই "আল-কোরআন পরিচিতি।" এ প্রসঙ্গে আলোচনার শেষ অধ্যায় কোরআন থেকে হেদায়েত লাভের সহজ উপায় প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত এবং বাস্তবমুখী কতিপয় পরামর্শ রেখে আলোচনা সমাপ্ত করতে চাই।

**এক :** যথার্থ ভক্তি-শ্রদ্ধাসহ বিশুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং এভাবে তেলাওয়াতের মাধ্যমে আত্মিক তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভের মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এই মন নিয়ে আল্লাহর কাছে তার কিতাবের সঠিক মর্ম উপলব্ধির তৌফিক চাইতে হবে। মনে রাখতে হবে আল্লাহ কেবল কোরআন নাজিলই করেননি। কোরআনের যথার্থ তালিমও তিনিই দিয়েছেন। মেহেরবান আল্লাহ কোরআন শিক্ষা দিয়ে মানুষের প্রতি তার মেহেরবানীর পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কাজেই সেই মেহেরবান আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সঠিক জ্ঞান, সঠিক হেদায়েত তার কাছেই চাইতে হবে।


www.icsbook.info

**দুই :** আল-কোরআনের শব্দসমূহের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ সাধ্যমত আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে হবে।

**তিন :** সঠিক তরজমা আয়ত্ত করার চেষ্টা নিতে হবে।

**চার :** আল-কোরআন বুঝে পড়বার জন্য যখন যে অংশ, সূরা বা আয়াত বাছাই করতে হবে তখন সেই অংশের সাথে কোন ঐতিহাসিক পটভূমি (শানে নুজুল) আছে কি না, অথবা কোন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে কি না সেটা দেখতে হবে। তাছাড়া আগে পরের আয়াতসমূহের সাথে উক্ত অংশের কোন যোগসূত্র আছে কি না তাও দেখা উচিত। এভাবে আলোচ্য অংশের কেন্দ্রীয় বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সম্যক একটা ধারণা লাভ করা সহজ হয়ে আসে।

**পাঁচ:** এরপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। ব্যাখ্যা বুঝবার ক্ষেত্রে লক্ষণীয়– কখনও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়। কখনও এক একটা আয়াতের মধ্যে একাধিক বিষয় সন্নিবেশিত থাকার কারণে বিষয়ভিত্তিক আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা উপলব্ধির প্রয়োজন পড়ে। আবার কখনো একাধিক আয়াতের মধ্যে একটা বিষয় এসে যাওয়ার কারণে কয়েকটি আয়াতকে একত্রে মিলিয়ে ব্যাখ্যা বুঝাবার প্রয়োজন হয়। আবার কখনও এক একটি আয়াত একটি বিষয় কেন্দ্রিক হবার কারণে এক একটি আয়াতের আলাদা আলাদ ব্যাখ্যা বুঝার প্রয়োজন হয়। পাঠককে তার আলোচ্য অংশের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে গভীর মনোনিবেশ সহকারে এগুলো Sort out করতে হবে।

ব্যাখ্যা অনুধাবনের ক্ষেত্রে আলোচ্য অনুরূপ কথা আল-কোরআনের আর কোথাও কিভাবে এসেছে তাও মিলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। সেই সাথে এ প্রসঙ্গে রাসূলে মকবুল সা.-এর কথা এবং কাজেরও অনুসন্ধান করতে হবে। এর সাথে নির্ভরযোগ্য তাফসির সমূহের সহযোগিতাও ফলপ্রসূ হতে পারে।

**ছয় :** এভাবে কোরআনের বিভিন্ন অংশের সমার্থবোধক আয়াতসমূহ, হাদিসে রাসূলের এবং নির্ভরযোগ্য তাফসিরসমূহের সাহায্যে বিস্তারিত আলোচনা উপলব্ধির ফসলের সংক্ষিপ্তসার পয়েন্ট ভিত্তিক সাজাতে হবে এবং এগুলোকে আলোচ্য অংশের শিক্ষণীয় দিক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

**সাত :** আলোচ্য অংশের শিক্ষা ও দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ের করণীয় নির্ধারণের চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ প্রদত্ত রাসূল সা. প্রদর্শিত জ্ঞানের আলোকে পাঠকের আলোচ্য অংশের উপর বর্তমানে কিভাবে আমল করা যায় বা কিভাবে এর বাস্তবায়ন সম্ভব এ ব্যাপারে চিন্তার দুয়ারে বার বার আঘাত হানতে হবে।

**আট :** সর্বশেষে পাঠকের আলোচ্য অংশের আলোকে তাকে আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মপর্যালোচনা করতে হবে। উক্ত অংশের যা কিছু গ্রহণ করতে বলা হয়েছে



www.icsbook.info

পাঠক তা গ্রহণ করতে পেরেছে কি? অথবা যা কিছু বর্জন করতে বলা হয়েছে তা কি বর্জন করতে সক্ষম হয়েছে? এভাবে আত্মপর্যালোচা যেমন ব্যক্তিগতভাবে হতে পারে। তেমনি সামাজিকভাবে, সামষ্টিকভাবেও হতে পারে। আল্লাহর এই কিতাবের নির্দেশসমূহের হুকুম-আহকামের শতকরা কতভাগ আমাদের সমাজে, জাতীয় জীবনে চালু আছে তার খতিয়ান নেয়াকেই আমি সামষ্টিক আত্মসমালোচনা বলতে চাচ্ছি। এ আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মপর্যালোচনার লক্ষ্য হবে আমলের শপথ গ্রহণ। গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রে আল-কোরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নের যথার্থ সংগ্রামে আত্মনিয়োগই হবে এই পর্যালোচনার সাক্ষাৎ ফল। আল্লাহ আমাদেরকে তার পাক কালামের মাধ্যমে যথার্থ হেদায়েত লাভের তৌফিক দিন।

## কোরআন বুঝার উপকরণসমূহ

আল-কোরআন আমাদের কল্যাণ, অকল্যাণ ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, সুন্দর অসুন্দরের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে জানিয়ে দেয়। কোরআন থেকে এই সঠিক সন্ধান নিতে হলে একে বুঝা, বুঝতে চেষ্টা করা একান্তই অপরিহার্য হয়ে যায়। তাই আল্লাহ প্রদত্ত এই মহামূল্যবান গ্রন্থকে কিভাবে বুঝতে হবে, বুঝতে পারা যাবে তার উপায় উপকরণ সম্পর্কেও আমাদের জানা থাকা দরকার। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয়কে কোরআন বুঝবার সহজ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

**এক :** আল-কোরআনের ভাষায় পন্ডিত না হলেও অন্তত কোরআনে বর্ণিত শব্দগুলোর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ জানার মতো আরবি ভাষা আয়ত্ত করা উচিত। এ ক্ষেত্রে আরবি ভাষায় ব্যাকরণের মৌলিক জ্ঞান এবং কোরআনিক শব্দ ও বাক্যগুলোর যথার্থ মর্ম বুঝবার উপযোগী ভাষা জ্ঞান একান্তই অপরিহার্য।

**দুই :** আল-কোরআন বুঝবার জন্য শুধু আরবি ভাষার জ্ঞান যথেষ্ট নয়। যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা এই পাক কিতাব পাঠিয়েছেন তাঁর সংগ্রামী জীবনের বিস্তারিত ইতিহাস জানাও অপরিহার্য। কোরআনের কোন অংশ কোন পরিস্থিতিতে নাজিল হয়েছে এবং মুহাম্মদ সা. তার ওপর নিজে কিভাবে আমল করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে কিভাবে আমলের শিক্ষা দিয়েছেন এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ব্যতীত একজন আরবি ভাষার মহাপন্ডিতের পক্ষেও কোরআনের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করা সত্যিকারের শিক্ষা ও হেদায়েতের সাথে পরিচিত হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে কোরআন ইসলামী জীবন যাপনের একটা ব্লু প্রিন্ট। নবী


www.icsbook.info

করীম সা. এই ব্লু প্রিন্ট অনুসারে আল্লাহর নির্দেশে সরাসরি আল্লাহর তত্ত্বাবধানে ইসলামী জীবন বিধান ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। কাজেই রাসূলে খোদা সা.-ই আল-কোরআনের একমাত্র শিক্ষক। তার সংগ্রামী জীবন প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত কোরআন।

তিন : মুহাম্মদ সা. কে একমাত্র আদর্শ শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে, একমাত্র সত্যের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে, সেই মাপকাঠি অনুযায়ী নিজেদের জীবন জিন্দেগী গড়ে তুলে যারা স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই সাহাবায়ে কেরামের যুগের ইতিহাস এবং তাদের পরবর্তী অর্থাৎ তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ীদের ইতিহাসও জানার প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ রসূলে খোদা যেই যুগসমূহকে উত্তম যুগ বলেছেন সেই যুগের জ্ঞান চর্চার ইতিহাসও জানা অপরিহার্য।

চার : মানব সভ্যতার উত্থান-পতনের সাধারণ ইতিহাসও কোরআন বুঝতে সাহায্য করে থাকে। মানুষের উত্থান-পতনের প্রকৃত কারণ কোরআন পাকই নির্ধারণ করেছে। ইতিহাসের জ্ঞান কোরআনের উপস্থাপিত কারণেরই সাক্ষ্য বহন করে থাকে। এর তাৎপর্য সার্থকভাবে উপলব্ধি করতে হলে বিভিন্ন সভ্যতার, বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসের গভীরে যেতে হবে। যত গভীরে যাওয়া যাবে আল-কোরআনের দাবির প্রতি ঈমান ও আস্থা ততই মজবুত থেকে মজবুততর হতে থাকবে। এভাবে ইতিহাস বিশ্লেষণের অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আল-কোরআন দিয়েছে বিভিন্ন সময়ের নবী-রাসূল সা. গণের ইতিহাসের আলোচনার মাধ্যমে।

পাঁচ : আল-কোরআন অতীত যুগের আম্বিয়ায়ে কেরামের ইতিহাসের আলোচনা গুরুত্বসহকারে পেশ করেছে। কোরআনের দাওয়াত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের প্রতিফল পরিণতি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য অন্যান্য আসমানী কিতাব Study করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সমস্যা হলো নির্ভরযোগ্য কিছু পাওয়ার তেমন উপায় নেই। এ পথে সাধারণের পা বাড়াবার কোন প্রয়োজন নেই। গবেষকরা যেতে পারেন। তবে তাদের যথেষ্ট সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অতীতের কোন কোন তাফসিরকারক ইসরাইলী কাহিনীকে যথার্থ বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই তাফসিরী রেওয়ায়েত হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন। ফলে কোন কোন সম্মানিত নবী-রাসূল সম্পর্কেও ভুল ধারণা সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে। অথচ ইতিহাস বিশ্লেষণের ধোপে ঐসব কল্প-কাহিনী টিকে না।

ছয় : কোরআন তার মূল বক্তব্য তৌহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে বিশেষ করে তৌহিদ ও আখিরাত প্রমাণের জন্য সৃষ্টিলোকের বিভিন্ন রহস্য উপলব্ধির আহবান জানিয়েছে।


www.icsbook.info

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ (العمران : ١٩٠)

"সন্দেহ নেই আসমান জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিবা রাত্রির পরিবর্তন পরিবর্ধনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহর তৌহিদের নিদর্শন বিদ্যমান।" (আলে-ইমরান : ১০৯)

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ (يس: ٣٣)

"তাদের জন্য আল্লাহর তৌহিদের নিদর্শন হল এই মরা জমিন। যাতে আমি জীবন দান করি, যা থেকে ফসল উৎপাদন করে তারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে।" (ইয়াসীন : ৩৩)

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ - وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ (يس: ٣٦-٣٧)

"পূত পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। মাটি থেকে যা কিছু উপন্ন হয় তাও এবং মানুষের নিজের সৃষ্টির এর ব্যতিক্রম নয়। এমনি আরও অনেক সৃষ্টি রয়েছে, সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। রাতও তাদের জন্য একটি নিদর্শন যার অন্ধকারে তারা নিমজ্জিত থাকা অবস্থায় অন্ধকার চিরে আমি দিনের আলো বের করে আনি।" (ইয়াসীন : ৩৬-৩৭)

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ - خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ - يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ . (الطارق : ٥-٧)

"মানুষের উচিত তার নিজের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কেই ভেবে দেখা, তাকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে এক কাতরা পানি থেকেই যা নির্গত হয় বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে।" (তারেক : ৫-৭)

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ - بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ - (الرحمن : ١٩-٢٠)


www.icsbook.info

"তিনি পানির প্রবাহকে দুটি স্বাধীন ধারায় প্রবাহিত করেছেন যে দুটি ধারা পাশাপাশি লাগালাগি প্রবাহিত হয় অথচ একে অপরের সীমা লংঘন করে না।" (রহমান : ১৯ -২০)

"অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন সে নিয়ামত, কোন সে কুদরতকে অস্বীকার করবে? উভয় ধারা এবং প্রবাহ থেকে নির্গত হয় মণিমুক্তা এবং প্রবাল-সমূহ। অতএব তোমরা তোমাদের রবের কোন সে নেয়ামত ও কুদরত অস্বীকার করবে?" এগুলোর যথার্থ উপলব্ধির জন্য ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের জ্ঞান গবেষণালব্ধ নির্ভরযোগ্য তথ্যসমূহ খুবই সহায়ক। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্যের যত গভীরে যাওয়া যাবে কোরআনের উপস্থাপিত বক্তব্যের প্রতি আস্থা ও প্রত্যয় ততই বৃদ্ধি পেতে বাধ্য।

## আল-কোরআন থেকে হেদায়েত পাবে কারা

আল-কোরআন সব মানুষের জন্য নাজিলকৃত আল্লাহর কিতাব। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সব মানুষের জন্যই এ কিতাব কল্যাণ-অকল্যাণের দিশারী। কিন্তু সবাই এ থেকে হেদায়েত লাভে সক্ষম হবে না। মানুষের মধ্য থেকে এক শ্রেণীর মানুষ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, এই কিতাবের অনুসরণ করতে আগ্রহী, আল্লাহর সন্তোষ অর্জন এবং অসন্তোষ বর্জনে যত্নবান এবং আখিরাতের পরিণাম পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক সাবধান কেবল তাদের পক্ষেই কোরআন থেকে হেদায়েত লাভ করা সম্ভব। কোরআনের ঘোষণা :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (البقرة: ۲-۴)

"এটা আল্লাহর কিতাব, এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এটা জীবন-যাপনের ব্যবস্থা (হেদায়েত) সেইসব মুত্তাকীদের জন্য যারা গায়েবে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে, আমার দেয়া রিজিক থেকে ব্যয় করে, তোমার প্রতি ও তোমার পূর্বে যা কিছু নাজিল করেছি সে সবের প্রতি ঈমান পোষণ করে। আর আখিরাতের প্রতি রাখে দৃঢ় বিশ্বাস।" (বাকারা : ২-৪)


www.icsbook.info

طٰهٰ . مَاۤ اَنۡزَلۡنَا عَلَیۡكَ الۡقُرۡاٰنَ لِتَشۡقٰۤی - اِلَّا تَذۡكِرَةً لِّمَنۡ یَّخۡشٰی . (طه : ١-٣)

"ত্ব-হা! আমি তোমার প্রতি কোরআন এ জন্য নাজিল করিনি যে, এটা তোমার দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। বরং এটা তো নাজিল করেছি আল্লাহভীরু লোকের জন্য হেদায়েত ও নসিহত লাভের উপকরণ রূপেই।" (তা-হা : ১-৩)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الۡقُرۡاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحۡمَةٌ لِّلۡمُؤۡمِنِیۡنَ ۙ وَلَا یَزِیۡدُ الظّٰلِمِیۡنَ اِلَّا خَسَارًا (بنی اسرائیل : ٨٢)

"এই কোরআন রূপে আমি যা কিছু নাজিল করেছি তা তো মুমিনদের জন্য শেফা ও রহমত স্বরূপ। কিন্তু জালেমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি হবে না।" (বনী ইসরাঈল : ৮২)

اِنَّمَا تُنۡذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكۡرَ وَخَشِیَ الرَّحۡمٰنَ بِالۡغَیۡبِ (یس : ١١)

"হে নবী? আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে সক্ষম হবেন যারা আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতের অনুসরণ করবে এবং না দেখে রহমানকে ভয় করবে।" (ইয়াসীন : ১১)

হাদীসে রসূলে কোরআনকে মেঘের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, বৃষ্টির পানি থেকে কেবল সেই জমিনই ফসল দেবার যোগ্য হয়; যে জমিন বৃষ্টির পানিকে বুকে ধারণের জন্য পূর্ব থেকে উন্মুখ হয়ে থাকে। যে মাটি বৃষ্টির পানিকে ধারণ করতে প্রস্তুত নয় সে মাটি হাজারো বর্ষণেও ফসল দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। তেমনি মানুষের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত হেদায়েত গ্রহণ করার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে, মনকে সেভাবে প্রস্তুত করে কেবল তারাই কোরআন প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হতে পারে-অন্যরা নয়।

হে আল্লাহ! আমাদের সত্যকে সত্য হিসেবে বুঝবার তৌফিক দাও, তৌফিক দাও সে সত্যের অনুসরণ করার, আর অসত্যকেও অসত্যরূপে চিনে তা বর্জন করার শক্তি দাও। আমিন।

সমাপ্ত


www.icsbook.info

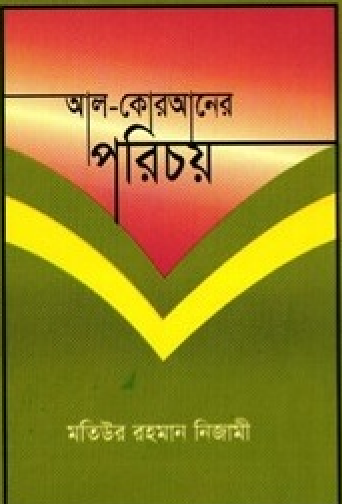


প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

PPBN-105

9843114260